বন্দরের নাব্যতা কম, শিল্পে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ হলদিয়ায় বহু শিল্প কারখানা রয়েছে। নতুন করে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে বিভিন্ন ধরণের কারখানা গড়ার কাজ চলছে। আরও বেশ কিছু প্রকল্প হলদিয়ায় আসার অপেক্ষায় রয়েছে। কিন্তু, বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়ার কারণে বড় জাহাজ ঢুকতে না পারায় শিল্প সংস্থাগুলির সমস্যা হচ্ছে। হলদিয়া বন্দরের ক্রমবর্ধমান নাব্যতা সমস্যা নিয়ে এভাবেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন রাজ্যের পরিবহনমন্ত্রী ও হলদিয়া উন্নয়ণ সংস্থার চেয়ারম্যান শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুবাবু বলেন, নদীখাতে ব্যাপক পরিমাণ পলি জমার কারণে হলদিয়া বন্দরে ঢোকার প্রধান রুট অকল্যান্ড চ্যানেল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ১০ কোটি টাকা খরচ করে ইডেন চ্যানেল খনন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। বন্দরের এই নাব্যতা সমস্যা মোকাবিলায় মাঝসমুদ্রে বড় জাহাজ থেকে পণ্য নামিয়ে ছোট জাহাজে করে ট্রান্সলোডিং পদ্ধতিতে হলদিয়া বন্দরে আনলে সমস্যা অনেকটা মিটবে। এটা দ্রুত চালু করা দরকার। সংসদ সদস্য থাকাকালীন আমি জাহাজমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই দাবি জানিয়েছি। সাংবাদিকদের বন্দর সমস্যা সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী বলেন, হলদিয়া যেহেতু নদীমাতৃক বন্দর, সেকারণে প্রাকৃতিক কারণেই পলি জমার সমস্যা হবে। সাংহাই বন্দরের মডেলে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হোক বলে আমরা দাবি করেছি। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ (কেওপিটি) এবিষয়ে চেষ্টা করছেন। ক্যাপিটাল ড্রেজিং করে নদীর পলি তুলে ডাঙায় ফেলার জন্য কেওপিটি নয়াচরের সরকারি জমি চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিবের কাছে প্রকল্প জমা দিয়েছিল। রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাবে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ ক্যাপিটাল ড্রেজিং করতে চাইলে রাজ্য সরকার সহযোগিতা করবে এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রয়েছে। বন্দরের সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকার ও কেওপিটির মধ্যে পারস্পরিক দোষারোপের কোন জায়গা নেই। একসঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে।

রাস্তায় কালীপুজোর চাঁদার জোর-জুলুম

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঘাটাল ঃ সামনেই কালীপুজো। তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে সর্বত্র। তার আগে চাঁদার জুলুম শুরু হয়েছে ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন রাস্তায়। এমনই অভিযোগ বাস লরি চালক ও মালিকদের। জাতীয় সড়ক তো আছেই বাদ যায়নি রাজ্য সড়ক ও গ্রামীণ রাস্তাগুলোতেও। ঘাটালের বিভিন্ন রাস্তাতে বাস লরি আটকে চাঁদার জুলুম চলছে বলে অভিযোগ উঠছে। জেলা বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনে চাঁদার জুলুমবাজি নিয়ে অভিযোগ করেছেন বহু বাস চালক, এমনটাই খবর। জানা গেছে, শুধু যাত্রীবাহী বাস বা পণ্যবাহী লরিই নয়, চাঁদার জুলুমের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না ছোটবড় প্রাইভেট গাড়িও। আটকানো হচ্ছে তাদেরও। এমনকি রাস্তায় গাড়ির টায়ার ফেলে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে আটকানো হচ্ছে গাড়ি। গাড়ির চালক স্বপন বাগ, দুলাল দোলই বলেন, আদায়াকারীদের ইচ্ছেমত ৫০, ১০০, ২০০ বা তারও বেশি টাকা দিতে হচ্ছে সবেতেই উপলক্ষ্য কালিপুজো, আর না দিলে জোর জুলুম। দীর্ঘক্ষণ রাস্তার পাশে গাড়ি আটকে রাখা হচ্ছে দাবি মত চাঁদা না দিলে। রাস্তায় যানবাহন আটকে চাঁদার জুলুমবাজি এবিষয়ে ঘাটালের বিধায়ক শঙ্কর দোলই, চন্দ্রকোনার বিধায়িকা ছায়া দোলই বলেন, আমরা পুলিশ প্রশাসনকে বলেছি এর কড়া ব্যবস্থা নিতে। যানবাহন আটকে চাঁদার জুলুম আটকাতে প্রশাসনিক দিক থেকে কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে। ঘাটাল মহকুমা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি প্রভাত পান বলেন, এনিয়ে আমাদের কাছে বারংবার অভিযোগ করছে চালকরা। আমরা প্রশাসনে বিষয়টি জানিয়েছি। এভাবে জুলুমবাজি চলতে পারে না। আমরা পুলিশ প্রশাসনের উপর আস্থা রাখছি বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক অফিসার বলেন, জোর করে চাঁদা আদায় করলে রাস্তায় যানজটেরও সৃষ্টি হয় এতে প্রশাসন কড়া ব্যবস্থা নেবে। এখন আশায় দিন গুনছে গাড়ি চালকরা কবে কমবে চাঁদার জুলুম।

মৃত যুবকের বাড়িতে ডিএফও

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোয়ালতোড় ঃ সোমবার রাতে গোয়ালতোড়ে হাতির পালকে এক জঙ্গল থেকে অন্য জঙ্গলে নিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে হুলাপার্টির সঙ্গে গ্রামবাসীদের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক যুবকের। ওই যুবক হুলা পার্টির সদস্য ছিলেন। মৃতের নাম, লস্কর সরেন (২০)। বাড়ি ওখলা গ্রামে। বুধবার মেদিনীপুরের ডিএফও রবীন্দ্রনাথ সাহা মৃত যুবকের বাড়িতে যান। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি। পরে রবীন্দ্রনাথবাবু বলেন, যা হয়েছে, তা কখনোই কাম্য নয়। এঁরা আমাদের সঙ্গে ১২ মাস কাজ করেন। এঁদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে। সেখান থেকেই চেষ্টা করা হচ্ছে, পরিবারের কাউকে যদি একটা চাকরি দেওয়া যায়। অস্থায়ীভাবে হলেও বন দপ্তরে চাকরি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই বিষয়টি জেলা থেকে রাজ্যকে জানানো হয়েছে।

শ্বশুরবাড়ি ফেরার পথে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পুজো কাটিয়ে এগরার শ্রীপুরে বাপেরবাড়ি থেকে রামনগরের মঙ্গলপুরে শ্বশুরবাড়ি ফেরার সময় রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে গেল কৃষ্ণা বেরা মল্লিক নামের এক গৃহবধূ। নিখোঁজ মহিলার ভাই শিবশঙ্কর বেরা এগরা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এগরা থানার ওসি কৃষ্ণেন্দু প্রধান জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। গত দু'বছর আগে রামনগরের মঙ্গলপুরের বাসিন্দা শিবশঙ্কর ভৌমিকের সঙ্গে বিয়ে হয় কৃষ্ণার। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই কৃষ্ণার উপর অত্যাচার করত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ২ অক্টোবর বাসে তাঁকে তুলে দিয়ে আসে তাঁর ভাই। সেদিন সন্ধ্যা থেকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে পাওয়া যায়নি। মোবাইল বন্ধ ছিল। শ্বশুরবাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা বলে, কৃষ্ণা বাড়ি ফেরেনি। এরপর আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গত ৫ অক্টোবর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। শ্বশুরবাড়ির লোকেদের অত্যাচারের পর দিদির এভাবে নিঁখোজ হয়ে যাওয়ার পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে বলে মনে করছে শিবশঙ্কর।

OBSERVANCE OF
OLD PERSONS DAY
11TH OCTOBER
LIONS CLUB OF CONTAI
Date - 11th October, 2017
LIONS CLUB
CONTAI

ওয়ার্ল্ড ওল্ড পারসন ডে উপলক্ষ্যে বুধবার, দুপুরে ফরিদপুর বিবেকানন্দ লোকশিক্ষা নিকেতন পরিচালিত 'খেয়া' বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিক বৃদ্ধাদের বসিয়ে খাওয়ালো লায়ন্স ক্লাব অফ কন্টাই। নিজস্ব চিত্র

দুঃস্থ ও মেধাবীদের পাশে ইন্ডিয়ান অয়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিতে এগিয়ে এল ভারত সরকারের সংস্থা ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড। হলদিয়ার দেভোগে অবস্থিত মেঘনাদ সাহা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজির সেমিনার হলে ওই স্কলারশিপ বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়ান অয়েল 'জ্ঞানোদয় স্কলারশিপ' স্কিমের মাধ্যমে শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দেওয়া এই স্কিমের লক্ষ্য। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন হলদিয়া রিফাইনারির এগজিকিউটিভ ডাইরেক্টর সি. কে. তেওয়ারি। সরকারি আইটিআই ও পলিটেকনিক কলেজে পাঠরত ৫০ জন করে দুঃস্থ অথচ মেধাবী পড়ুয়াদের হাতে এই স্কলারশিপ তুলে দেওয়া হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল তাদের সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি স্কিমের আওতায় এই স্কলারশিপ চালু করেছেন। যে সব পড়ুয়ার পারিবারিক রোজগার বছরে ২.৫ লাখ টাকার নিচে তারাই এই স্কিমের মাধ্যমে স্কলারশিপ পেয়েছে। তবে সর্বাধিক প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে সেরা ৫০ জন করে বেছে নেওয়া হয়েছে। দু'বছরের সরকারি আইটিআই পাঠরত ৫০ জনকে এবং তিন বছরের পলিটেকনিকে পাঠরত ৫০ জনকে প্রতি মাসে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হবে। এর জন্য আগামী তিন বছরে মোট ৩০ লাখ টাকা ইন্ডিয়ান অয়েল খরচ করবে বলে জানা গেছে। এই স্কিমের টাকা পেতে হলে পড়ুয়াদের কমপক্ষে ৭৫ শতাংশের বেশি উপস্থিতির হার থাকতে হবে। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পৌঁছে যাবে।

বেদখল জাতীয় সড়কের একটি লেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, রামনগর ঃ রামনগর-কাঁথি দুই লেনের ১১৬ বি জাতীয় সড়কের একটি লেনে গাড়ি পার্কিংসহ নানা কারণে বেদখল হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ভুগতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। বিপজ্জনকভাবে এক লেন দিয়ে চলছে যানবাহন। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসনের নাকের ডগাতেই চলছে দখলদারি। ঢিল ছোঁড়ার মত দূরত্বে রয়েছে থানা। কিন্তু তাদের মদতেই চলছে রাস্তা দখল করে বেআইনি পার্কিং। শুধু পার্কিং নয়, জাতীয় সড়কের ধারে রয়েছে একাধিক দোকান। ফুটপাত বলতে কিছুই নেই। অনেক আগেই ফুটপাত দখল হয়ে গিয়েছে। সেই সব দোকানের মালপত্র নির্দ্বিধায় রাস্তার উপরে ফেলে রাখা হচ্ছে। আর এ ধরণের ঘটনা দিনের পর দিন ঘটে চলছে। ফলে লোকজন সড়কের ঐ অংশ এড়িয়ে চলায় দখলদারদের সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নোংরা-অপরিষ্কার হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে প্রকাশ্যই হারিয়ে যেতে বসেছে দুই লেনের একটি লেন। রাস্তা বেদখল হয়ে গিয়েছে তা মানছেন রামনগরের বাসিন্দা সত্যজিৎ চানক। তাঁর বক্তব্য, আমরা মাঝেমধ্যে অভিযান চালিয়ে রাস্তা থেকে দখলদারি সরিয়ে দিই। কিন্তু ফের আবার একই কায়দায় দখল হয়ে যায়। তবে এভাবে রাস্তা আটকে রাখলে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। রামনগর ১ ব্লকের বিডিও অনুপম বাগ বলেন, জাতীয় সড়ক দখল করে ব্যবসা করা যায় না। আমরা রামনগরের বিভিন্ন রাস্তা দখল মুক্ত করতে অভিযান চালাচ্ছি। পুলিশকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অবিলম্বে রাস্তা দখলমুক্ত করার জন্য।

নারায়ণগড়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নারায়ণগড় ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ের কাছে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বুধবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা যায়। নারায়ণগড় থানা এলাকার আঁধারিভাড়া এলাকার বাসিন্দা বজেন্দ্র পাইকার রাতে যাত্রা দেখে সাইকেলে করে বাড়ি ফেরার সময় রাজ্য সড়ক থেকে জাতীয় সড়কে উঠতে গেলে অসতর্ক অবস্থায় দ্রুতগতিতে থাকা একটি লরির সামনে পড়ে যান। লরিটি তাঁকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। প্রথমে মৃতদেহকে ঘিরে সন্দেহ হয় পুলিশের। লরির খালাসি বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হলেও পরে নাম ঠিকানা সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় পুলিশ। বজেন্দ্র পাইকার (৪৫) এদিন রাতে নারায়ণগড়ের চাতুরিভাড়া থেকে যাত্রা দেখে ফিরছিল বলে জানা গেছে। যাত্রাদলের এক কুশীলবকে তার অভিনয়ের জন্য অর্থ দিয়ে সাহায্য ও করেছিলেন বলে জানা যায়। অপরদিকে, মৃতদেহ ৬০ নং জাতীয় সড়ক থেকে উদ্ধার করে ঘাতক লরিটিকে আটক করেছে নারায়ণগড় থানার পুলিশ।

বোনের শাশুড়িকে মারধর করে জেলে ভাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, এগরা ঃ পারিবারিক বিবাদের জেরে শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি চলে যাওয়া বৌমাকে ফের বাড়িতে ফিরিয়ে আনতে এসে প্রহৃত হলেন এক মধ্যবয়সী মহিলা। বৌমা চন্দনা মিশ্রকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরার কৌড়দায় তাঁর বাপের বাড়ি থেকে পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদায় শ্বশুরবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন শাশুড়ি মনোরমা মিশ্র। অভিযোগ, দিদির শাশুড়ি মনোরমা মিশ্রকে নিজের বাড়িতে পেয়ে তাঁর উপর খারাপ আচরণ শুরু করে চন্দনার ভাই ঝন্টু পাহাড়ি। আরো অভিযোগ, এই ধরণের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে মনোরমা দেবী এগরা থানায় অভিযোগ জানাতে চাওয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে বাধা দেয় ঝন্টুর পরিবারের লোকেরা। পরে কাঁথি মহকুমা আদালতে অভিযোগ করেন এই মহিলা। আদালতের নির্দেশে পুলিশ বুধবার অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে। বৃহস্পতিবার তাকে কাঁথি মহকুমা আদালতে হাজির করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে দেন।

আসন্ন দীপাবলির প্রীতি, শুভেচ্ছা
ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন

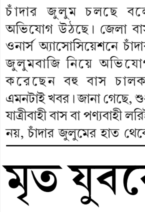

নিমাই বেরা
গ্রাম প্রধান
শিয়ালসাই গ্রাম পঞ্চায়েত

আসন্ন আলোর উৎসবের
অভিনন্দন গ্রহণ করুন

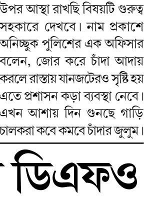

মৃন্ময় মিশ্র
বিশিষ্ট সমাজসেবী
এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর

লালগড়ে ফের হাতিদলের তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালগড় ঃ বনদফতরের আধিকারিকদের মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরও লালগড়ের বিভিন্ন এলাকায় হাতির তান্ডব অব্যাহত। কয়েকদিন ধরে লালগড়ে তান্ডব চালানো ৯০টি দলকে ড্রাইভ করে বেলপাহাড়ির দিকে পাঠায়। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামের পুকুরিয়া এলাকার ৩০টি হাতির দলকে বনদফতর ড্রাইভ করে। সেই হাতিগুলি এখন লালগড়ে অবস্থান করছে। গত দুদিন ধরে লালগড়ের কদমশোল, চামটাড়া, দোলকুন্ডা, পডিহা, চাঁদাবিলা এলাকায় তান্ডব চালাচ্ছে এই হাতিগুলি। এতে ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।